জীবননগর ইবনেসিনা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে ভুল অস্ত্রপাচারের অভিযোগ

জীবননগরে ইবনেসিনা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ভুল অস্ত্রপাচারের নওয়াজেস হোসেন (৪৮) নামের এক রোগী মৃত্যুর দোয়ারে।

এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার দুপুরে জীবননগর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন নওয়াজেস হোসেনের ভাই মো. মোস্তফা। বর্তমানে নওয়াজেসের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর জীবননগর উপজেলার কাশিপুর দক্ষিণপাড়ার নওয়াজেস হোসেন (৪৮) জীবননগর হাসপাতালের অদূরে ইবনেসিনা ক্লিনিকে হার্নিয়া রোগ নিয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। সেই দিন রাত ৮টার দিকে নওয়াজেস হোসেনের ভুল অস্ত্রপচার করা হয়। এরপর থেকে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। একপর্যায়ে তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেও তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে গত ২১ তারিখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানকার চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর জানায় তার ভুল অস্ত্রপচার করা হয়েছিল। বর্তমানে তাকে আইসিইউতে রাখতে হচ্ছে। প্লাস্টিকের নাড়ীর মাধ্যমে তিনি বাথরুপ করছেন।

ইবনেসিনা ক্লিনিকের মালিক আব্দুল জব্বারের সাথে কথা বললে তিনি কলেন, আমাদের ক্লিনিকে কোনো ভুল অস্ত্রপচার করা হয়নি। জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাঃ হাসানুজ্জামান নুপুর নওয়াজেস হোসেনের হার্নিয়ার অস্ত্রপচার করেছেন। রোগীর অবস্থা ভালোই ছিল। তবে তারা চিকিৎসকের নির্দেশনা মানেনি। শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরছে।

এ বিষয়ে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ডাঃ হাসানুজ্জামান নুপুর বলেন, কোনো ভুল অস্ত্রপচার করা হয়নি। সঠিক অস্ত্রপচার করা হয়েছে। অস্ত্রপচারের পর রোগীর কেউ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।

জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) মোঃ সাঈদ হোসেন বলেন,জীবননগর ইবনেসিনা ক্লিনিকের বিরুদ্ধে একটা লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে বিষয়টি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর সীমান্তে মাদকের সয়লাব, অভিযোগ ইউপি চেয়ারম্যানদের

গাংনীর সীমান্ত এলাকা এখন মাদকে সয়লাব হয়ে পড়ছে। যেখানে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় মাদকের স্বর্গরাজ্য। শহরের উঠতি বয়সি তরুনরা মোটরসাইকেল যোগে সীমান্তে গিয়ে মাদক নিয়ে আবারও ফিরে আসছেন। এসব তরুন মাদকসেবিদের আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে সাজার ব্যবস্থা অথবা ডোব টেস্টের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। খোদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ প্রশাসনের কাছে এই আবেদন জানান।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) গাংনী উপজেলা মাসিক আইনশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মিটিং এ এই আহবান জানান তারা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক আইন শৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক। বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

উপস্থিত ছিলেন, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজ কুমার নন্দী, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্যের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, তেঁতলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু প্রমুখ। এসময় সরকারি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা,

র্যাব, বিজিবি, ইফার প্রতিনিধি, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক মিটিং এ সীমান্তবর্তি তেঁতুলবাড়িয়া চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, কাথুলি ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও মোহনা টিভির জেলা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ এলাকার মাদকের ভয়াবহতা তুলে ধরেন। তারা র্যাব, বিজিবি ও পুলিশকে আরও সক্রিয় হয়ে দায়ীত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানান। মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ বলেন, সামনের জাতীয় নির্বাচন। এই নির্বাচনকে অস্থিতিশীল করার জন্য এক শ্রেনীর মানুষ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করতে পারে। এই স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশাসনকে সচেতন থাকারও অনুরোধ জানান।

পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বিষয়টি গুরত্বের সাথে দেখে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে অনুরোধ জানান।

মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগে কাজ না করে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ

মেহেরপুরে সড়ক ও জনপদ বিভাগের স্টাফ কোয়ার্টারের সংস্কার কাজ না করেই ঠিকাদার ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সংস্কার বিল উত্তোলন করে ভাগ বাটোয়ারার অভিযোগ উঠেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কারের একটি ই- টেন্ডারে (e-GP/LTM/MERD/31/2022-23) ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্টাফ কোয়াটারের ভিতর ও বাইরের সংস্কার কাজের দায়িত্ব পান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অনিয়ম অভিযোগ সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম হারুন অর রশিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে। তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর সরকারী এই দপ্তরটি নিজের এনজিওতে পরিণত করেছেন। সৃজনী এনজিওর প্রশাসনিক কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন ও হিসাব রক্ষক অর্জুন কুমারকে জেলা পরিষদের অফিসে আলাদা রুমে বসিয়ে ভুয়া ও কল্পিত প্রকল্প বানিয়ে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করছেন।

বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জেলা পরিষদের ৭ জন নির্বাচিত সদস্য যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ তুলে ধরেন এবং তার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শণ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মোরাদিম মোস্তাকিম মনির।

এ সময় পরিষেদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার সদস্য আলাউদ্দীন, কালীগঞ্জের জসিম উদ্দীন সেলিম, মহেশপুরের লিটন মিয়া, কোটচাঁদপুরের রাজিবুল কবীর, সংরক্ষিত মহিলা সদস্য আনোয়ারা খাতুন ও অনিতা বিশ^◌াস উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ ছাড়াই একই প্রকল্প বার বার দেখিয়ে টাকা লোপাট করছেন হারুন অর রশিদ। শহরের হামদহ মনুমেন্টের পাশে একক সিদ্ধান্তে অবৈধভাবে রাস্তার পাশে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে মার্কেট নির্মাণ করে অবৈধ ভাবে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। ধোপাঘাটা ব্রীজের পূর্বপাশে মার্কেট নির্মাণ ও মাটি ভরাটের কথা বলে জেলা পরিষদের ১০ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি এবং রাজস্ব থেকে দুস্থ্য মহিলাদের সেলাই মেশিন দেয়ার কথা বলে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা ও গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বাইসাইকেল কেনার নামে প্রায় ১২ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন। জেলা পরিষদের নামাজ ঘর, অফিস, ডাকবাংলো, ছাদ বাগান ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত হওয়ার অভিযোগ

জীবননগরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বিএসএফের গুলিতে মিজানুর রহমান (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে বলে নিহতের পরিবার অভিযোগ করেছে।

নিহতের পরিবার সুত্রে যানা যায়, নিহত মিজানুর রহমান ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার শেখপাড়া গ্রামের নবী ছদ্দিনের ছেলে তিনি জীবননগরের সীমান্ত ইউনিয়নের বেনীপুর গ্রামের আয়ুব আলীর জামাতা। বিয়ের পর তিনি শ্বশুর বাড়িতে ঘরজামাই হিসেবে থাকতেন।

সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইশাবুল ইসলাম মিল্টন জানান, মিজানুর রহমান কিছুদিন ধরে ভারতীয় গরুর ব্যবসা করত। সাম্প্রতিক সময়ে সে অবৈধভাবে মানুষ পারাপারের কাজ করে আসছিল। পরিবার সূত্রে আরও যানা যায়, গত বৃহস্পতিবার মিজানুর ও তার সহযোগীরা কয়েকজন মানুষ নিয়ে অবৈধভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণগঞ্জ থানার নোনাগঞ্জ সীমান্তে যান।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস.এম. জাবীদ হাসান জানান, মিজানুর রহমানের স্ত্রী ইসনাহার থানায় এসে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন তার স্বামীকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি ৩ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। গতকাল শনিবার দুপুরে মরদেহের একটি ছবি দেখে নিহত মিজানুরের স্ত্রী সনাক্ত করে এটা তার স্বামীর মৃত দেহ।

এ ঘটনার বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের পরিচালক লেফটেনেন্ট কর্নেল মাসুদ পারভেজ রানা জানান, গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার সময় এক মহিলা মৌখিকভাবে তার স্বামী মিজানুর তিনদিন ধরে নিখোঁজের বিষয়টি আমাদের কাছে জানিয়েছেন। আমরা ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের কাছে গতকাল শনিবার বিকালে পতাকা বৈঠকের চিঠি দিয়েছি পতাকা বৈঠকে জানতে পারবো মিজানুর নামে তারা কোনো বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে কি না? বিষয়টির সত্যতা বিএসএফ নিশ্চিত করলে আপনাদের জানানো হবে।

আলমডাঙ্গার আইলহাঁসে শিশু ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আইলহাঁস গ্রামের সাইদুরের বিরুদ্ধে চার বছরের এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ওই শিশুকন্যাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ অপচেষ্টা চালায়। বিষয়টি জানাজানি হলে সাইদুর বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার আইলহাঁস হাসপাতাল পাড়ার ওহাব আলীর ছেলে সাইদুর রহমান (২১) প্রতিবেশি এক শিশু কন্যাকে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তাদের বাড়িতে ডেকে আনে। তাকে কৌশলে ধর্ষণের চেষ্টা করলে তার চিৎকারে তার স্বজনরা ছুটে আসে। এ সময় শিশুকন্যা এ ঘটনা তার স্বজনদের জানায়। বিষয়টি জানা জানি হলে সাইদুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সংবাদ পেয়ে ঘোলদাড়ি ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই শিশুকন্যার স্বজনদের কাছ থেকে বিস্তারিত শোনেন।

এ ঘটনা ধর্ষণচেষ্টার মামলা প্রস্তুতি নিয়েছে ভুক্তভোগীর পরিবার।

শিশুটির মা বলেন, ‘ গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় মেয়েকে বাড়িতে রেখে আমি প্রতিবেশির বাড়িতে যাই। তখন আমার মেয়ে খেলতে খেলতে প্রতিবেশীর বাড়িতে যায়। সে সময় প্রতিবেশীর ছেলে মোবাইল দেওয়ার কথা বলে মেয়েকে ঘরে ডেকে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে।

আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক

সমিতির নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন

অনিয়মের অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গার হারদী বাজার বণিক সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচনের ফলাফল বাতিলের দাবীতে পরাজিত প্রার্থী ফজলে রাব্বি সংবাদ সম্মেলন করেছেন। গতকাল সোমবার বিকেলে হারদী বাজারে এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানান।

লিখিত সংবাদ সম্মেলনে ফজলে রাব্বি জানান,গত ২৬ আগস্ট হারদী বাজার বণিক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। যাদের বাজারে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নাই,তাদেরও নির্বাচনে ভোটার করা হয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠান আছে কোন ট্রেডলাইসেন্স নেই তারাও নির্বাচনে ভোটার হয়েছে। একটি চক্র দুর্নীতির মাধ্যমে এসব ভোটার তৈরী করেছে। এছাড়াও বাজার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যে চাঁদা আদায়ের রশীদ দেওয়া হয়, সেই রশীদ দেখিয়ে ভোটার ভোট দেবার কথা থাকলেও রশীদ না দেখিয়ে ভূয়া ভোটাররা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মোট ভোটার ১৮৬ জন, এসব ভোটারদের মধ্যে ৭৪ জনের ট্রেডলাইসেন্স আছে।ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ভোটার হওয়া আইন সম্মত নয়। তবুও তাদের ভোটার দেখিয়ে একটি পক্ষকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

নির্বাচনে আগে এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ দেওয়া হয়নি কেনো? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ফজলে রাব্বি বলেন,অভিযোগ দেওয়ার পর বলেছে বিষয়টি দেখা হবে, দেখছি, এভাবে নির্বাচনের তিন দিন আগে বলেছে ওরাও ভোটার ভোট দিবে। যেহেতু নির্বাচন কমিশন দ্বায়িত্বে ছিলেন নূর আলম মিঠু, সে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করেছে,আরও ছিলেন শেখ শাহানুর রহমান টিপু। তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত ছিলেন,তাকে বাদ দিয়ে মূল

মাস্টার মাইন্ড যে ভোট পাশ করেছে তার ভাই মতি বিশ্বাস ও রঞ্জু। একজন প্রার্থীর ভাই মতি বিশ্বাস সে মূল মাস্টার মাইন্ড হিসেবে কাজ করেছে।

তিনি সংবাদ সম্মেলেনর মাধ্যমে এই নির্বাচন বাতিল করে পূনরায় নির্বাচনের দাবী জানিয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি কামনা করেন।

আলমডাঙ্গায় যৌতুকের টাকা চেয়ে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপনের বিরুদ্ধে যৌতুক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে তারই স্ত্রী ফরিদা পারভিন। গত রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ফরিদা খাতুন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। নির্যাতনের শিকার ওই নারী হলেন দর্শনা থানার আনোয়ারপুর গ্রামের ফজলু হকের মেয়ে।

অভিযোগ সূত্রে জানাযায়, গত ২০ বছর আগে দর্শনা থানার আনোয়ারপুর হঠাৎপাড়া এলাকার ফজলু হকের মেয়ে ফরিদা পারভিনের সঙ্গে আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারপাড়া এলাকার আবু তাহেরে ছেলে হাছিবুল আলম শিপনের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের সংসার জীবনে এক পূত্রসন্তান রয়েছে। তাদের ছেলেটি একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নরত রয়েছে।

ভুক্তভোগী ফরিদা পারভিন জানান, ইতোপূর্বে হাছিবুল আলম শিপন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে হিসাব রক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। চাকুরির সুবাদে ওই এলাকায় বসবাস করা হয়। সে বিভিন্ন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশে এক মেয়ের সাথে পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সময় যৌতুকের টাকা দাবি করে তাকে নির্যাতন করে।

নির্যাতন থেকে বাঁচতে পর্যায়ক্রমে বাবার বাড়ি থেকে তার স্বামীকে নগত ৭ লাখ টাকা এনে দেন স্ত্রী ফরিদা খাতুন। এছাড়াও বিয়ের সময় দেওয়া ৭ ভরি স্বর্ণের গহনা ও ৩ লাখ টাকার আসবাবপত্র হাছিবুল আলম শিপন বিক্রয় করে দেয়।

এতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে বিপাকে পড়েন স্ত্রী ফরিদা পারভিন। এর পরও তার স্বামী হাছিবুল আলম শিপন , শ্বশুর আবু তাহের, শাশুড়ি মরিয়ম বেগম নাহি, ননদ তানিয়া আক্তার তনু ও তার

স্বামী (ননদাই) রাশেদ হাসান যৌতুকের জন্য তাকে আরও বেশি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করে।

গত ২০ আগস্ট সকালে ফের এক লাখ টাকা যৌতুক দাবি করে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার সইতে না পেরে, তার বাবার বাড়িতে চলে যেতে বাধ্য হয় ফরিদা পারভিন। পরে তার বাবা ফজলু রহমান স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন ফরিদা পারভিনকে।

বিচারের দাবিতে, ফরিদা পারভিন বাদি হয়ে রবিবার সকালে আলমডাঙ্গা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

নির্যাতনের শিকার ফরিদার বাবা ফজলু রহমান জানান, বিভিন্ন সময় যৌতুক নিয়েও ক্ষান্ত হয়নি মেয়ের জামাই হাছিবুল আলম শিপন। সরকারি চাকুরির অজুহাতে অন্য মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্কে আমার মেয়ের উপর নির্মম নির্যাতন ও যৌতুক দাবি করে। বিচারের দাবিতে মেয়ে বাদি হয়ে থানায় অভিযোগ করেছে। এখন আমার মেয়ে তার ছেলেকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে।

সত্যতা স্বীকার করে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মাসুম আহমেদ বলেন, অবৈধ সম্পর্কের অভিযোগে গত প্রায় ৩ মাস পূর্বে জীবননগর থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলায় বদলি করা হয়েছে। অভিযুক্ত শিপনের স্ত্রী আমাদের নিকট লিখিত অভিযোগ করলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযুক্ত আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদফতরে কর্মরত (হিসাব রক্ষক) হাছিবুল আলম শিপন জানান, আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যে। পরকীয়ার বিষয়ে তার নিকট জানতে চাইলে ফোন কেটে দেয়। একাধিকবার তার সাথে যোগাযোগ করার চেস্টা করা হলেও সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া নওদাপাড়া এলাকায় সিঁড়ি ঘরের আড়া থেকে গৃহবধু নাজমা খাতুনের ঝুলন্তা মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

২ সন্তানের জননী নাজমা খাতুন (৪৬) সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়ার গ্রামের হাফিজুল ইসলাম (তেলা)র স্ত্রী ও একই উপজেলার আলমপুর গ্রামের নাজিম উদ্দীনের মেয়ে। এই ঘটনার পর থেকেই স্বামী হাফিজুল ইসলামসহ তার বাড়ির লোকজন পলাতক রয়েছে।

আজ শনিবার (৫ আগষ্ট) ভোরবেলায় তার ঝুলন্ত মরদেহ তার বাড়ির সিঁড়ি ঘরের আড়া থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

খবর পেয়ে সদর থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় নাজমীন খাতুনের বড় ভাই মনিরুজ্জামান বাদি হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় হত্যার অভিযোগ এনে একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাফিজুল ইসলামের প্রতিবেশী সার ব্যবসায়ী মিয়ারুল ইসলাম বলেন, প্রায় দিনই হাফিজুল ইসলাম তার স্ত্রী নাজমীনকে মারধর করতো। এই ঘটনার আগের দিনে তার স্ত্রীকে বাঁশের লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করেছে বলে শুনতে পেরেছি। এর আগে কয়েক বার সে বাবার বাড়িতেও চলে গিয়েছিল। গ্রামের লোকজন স্ত্রীকে বুঝিয়ে বাবার বাড়ি থেকে আবার স্বামীর বাড়িতে নিয়ে এসেছে। প্রতিবেশী রেশেন্নারা খাতুন জানান, এই বাড়িতে গতকাল কোনো মারামারি হয়নি। পরশুদিন মেয়েটাকে মারধর করেছিলো তার স্বামী হাফিজুল ইসলাম। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রতিবেশী নারী জানান, এতো পরিমান মারে বউটাকে। যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তিনি বলেন আমাদেরও স্বামী সংসার আছে। এভাবে মারধর চোখে দেখা যায়না।

নিহত নাজমার ফুঁফু আসমা খাতুন বলেন, ২০ বছর আগে নাজমার বিয়ে হয়েছে। তার পর থেকেই তার স্বামী কারণে অকারনে নাজমার উপর অমানুষিক নির্যাতন করে। এর আগে একবার মাথায় আঘাত করে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেল। মেরে একবার হাত ভেঙ্গে দিয়েছে। তারপরেও নাজমা কিছু বলতে দেইনি। বলেছে, আমার দুটো ছেলে মেয়ে আছে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার করবো। আমাদের মেয়েটাকে পাষন্ড হত্যা করে আত্মহত্যার নাটক সাজিয়েছে। আমরা এই হত্যা মামলার সঠিক বিচার চাই। লাশের বদলে লাশ চাই।

নিহত নাজমার খালাতো বোন মমতাজ খাতুন বলেন, আমরা গিয়ে লাশ ঝুলতে দেখিনি। আমরা গিয়ে দেখি লাশ মাটিতে শোয়ানো রয়েছে। তার শোয়ার ঘরের মধ্যে দেয়ালে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ, একটি রক্ত মাখা লুঙ্গি পড়ে আছে। যেখানে গলায় ফাঁস দেওয়ার কথা বলছে। সেখানে সামান্য উচু স্থান। ওখান থেকে কোনোভাবে ফাঁশ দেওয়া সম্ভব নয়। কারন পা বেধে যাবে। আমাদের ধারনা তাকে হত্যা করে লাশ ঝোলানো হয়েছে।

চাচাত ভাই নাইমুর রহমান বলেন, আমাদের বোন মারা গেছে। ওই পরিবার থেকে আমাদের ফোন দেওয়ার কথা। অথচ, প্রতিবেশীরা আমাদের বোন মরার খবর দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই তারা লাশ নিচে নামিয়ে রেখেছে। ঘরের যে সিঁড়ি বেয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্রতিটি সিঁড়িতে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে দেওয়ালের সাথে রক্তের প্রচুর ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে।

আমাদের ধারনা আমাদের বোনকে পাষন্ড স্বামী নির্যাতনের পর হত্যা করে সিড়ি ঘরের সাথে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমাদের বোনকে যেভাবে মেরেছে আমরা তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। আমাদের দাবী তাকে ফাঁসির দড়িয়ে ঝুলিয়ে এই হত্যকান্ডের চরম বিচার হওয়া উচিৎ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, আমরা মরদেহ উদ্ধার করে লাশের সুরোতহাল রিপোর্ট করে মর্গে পাঠিয়েছি ময়না তদন্তের জন্য। ময়না তদন্ত রিপোর্ট এলেই বিষয়টি পরিস্কার হব।